DEC. — 3 2000

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সৃজনশীল বই

দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন

কাগজ প্রতিবেদক : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সৃজনশীল বই সরবরাহে সরকারি কার্যক্রম নস্যাৎ করার অপচেষ্টা রোধ ও দুর্নীতিবাজ সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ সৃজনশীল প্রকাশক পরিষদ রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন জানিয়েছে। আবেদনপত্রে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন তদন্ত প্রতিবেদনের সূত্র উল্লেখ করে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত কতিপয় পুস্তক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়ার জন্যও রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ জানানো হয়।

পরিষদের সভাপতি মফিদুল হক ও নির্বাহী পরিচালক মজিবর রহমান খোকা স্বাক্ষরিত এই আবেদনপত্রটি গত সপ্তাহে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের বরাবরে পেশ করা হয়। আবেদনপত্রে স্কুল-কলেজের

● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে

● প্রথম পাতার পর

শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল বই সরবরাহে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের প্রশংসা করে বলা হয়, এই পদ্ধতিতে টেন্ডারে বই না কিনে গ্রন্থকেন্দ্রের মাধ্যমে শতকরা ৩০ ভাগ কমিশনে বই কেনায় শত শত প্রকাশক লাভবান হচ্ছেন। অসাধু পুস্তক সরবরাহকারীরা এতে শঙ্কিত হয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ উদ্যোগ নস্যাৎ করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

আবেদনপত্রে বলা হয়, সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি তদন্ত প্রতিবেদনে এ সকল পুস্তক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকেও চিহ্নিত করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় স্কুলসমূহের বই ও অন্যান্য পাঠ সহায়ক সামগ্রী সরবরাহে বড়ো ধরনের জালিয়াতি ও দুর্নীতির সঙ্গে প্রতিষ্ঠানগুলো জড়িত। এ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হলো প্যারাগন, পরমা, হাক্কানী পাবলিশার্স, পপুলার পাবলিশার্স, কম্বাইন্ড কনসোর্টিয়াম, আইডিয়াল পাবলিকেশন্স ইত্যাদি।

আবেদনপত্রে বলা হয়, সরকারের বই কেনা প্রকল্প বন্ধ করার জন্য এই সরবরাহকারীরা বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এ জন্য রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ কামনা করে আবেদনপত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পুস্তক সংগ্রহ ও সরবরাহ কর্মসূচি বিকশিত করার আহ্বান জানানো হয়।